সমির আমিনের ‘রাশিয়া এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে দীর্ঘ রূপান্তর’

ডেভিড এম কজ
অনুবাদ: অপরাজিতা মিত্র

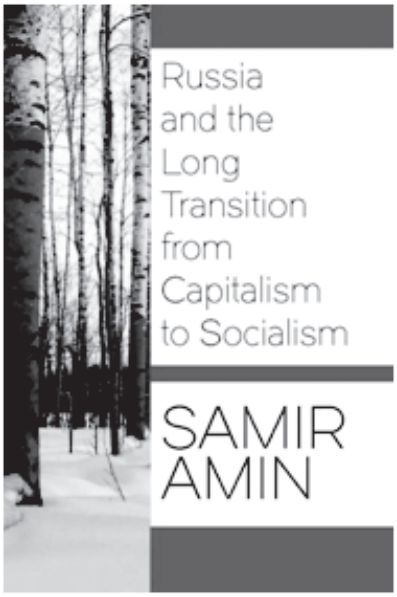

প্রকাশক: মান্থলি রিভিউ প্রেস, নিউইয়র্ক
প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৬

সমির আমিন তাঁর এই গ্রন্থে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। বইটি ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে লেখা ৬টি প্রবন্ধ নিয়ে রচিত এবং শেষে একটি নতুন ব্যাখ্যা দ্বারা সমাপ্ত করা হয়েছে। আমিনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বের সাথে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মার্ক্সবাদী তত্ত্বকে একত্রিত করে।

আমিন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্র-প্রান্ত বিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যে বিশ্লেষণ অনুসারে সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রে অবস্থিত ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান প্রান্তস্থ এশিয়া (জাপান বাদে), মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তিনি লক্ষ করেন, উনিশ শতকের শেষের দিকে একচেটিয়া পুঁজিবাদের যে স্তরকে লেনিন সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই পর্যায়ের বহু আগেই এই কেন্দ্র-প্রান্ত বিভাজনের উদ্ভব ঘটেছিল। আমিনের যুক্তি হল, কেন্দ্রের আধিপত্যের কারণে প্রান্তের অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত অথবা বিকৃত হয়–যে অভিমত নিয়ে মার্ক্সবাদীদের মাঝে অনেক বিতর্কও হয়েছে।

এই গ্রন্থের একটি প্রধান বিষয় হল বিশ্ব ব্যবস্থায় রাশিয়ার ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য। কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রাক পুঁজিবাদী রাশিয়ায় মস্কোভিত্তিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হয়। এটি একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যা অবশেষে সাইবেরিয়া, ট্রান্সককেশিয়া এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সাম্রাজ্য পশ্চিম ইউরোপের বিকাশমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে পৃথকভাবে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম ইউরোপ এশিয়া এবং আমেরিকা পর্যন্ত বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করে। আমিনের বক্তব্য হল, পশ্চিমা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থেকে মস্কোর সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশের ন্যায় এটি শাসিত সমাজকে একেবারে নির্মূল করে ফেলেনি। আর রুশ বিপ্লবের পরে তো সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্য থেকে আরও সরে আসে : মস্কোর রাজনৈতিক আধিপত্যের যুগে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রধানত রাশিয়া থেকে অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দিকে প্রবাহিত হয়। সোভিয়েত ব্যবস্থায় জাতিগতভাবে রুশদের কিছু বিশেষ সুবিধা থাকলেও মস্কো অন্যান্য স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার পরিবর্তে সেগুলোর উন্নয়ন সাধনে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর পরিবর্তে রাশিয়া ও চীনে কেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল? উত্তরে আমিন বলেন, উভয়ই ছিল বিশ্বসভ্যতার প্রধান কেন্দ্র; উভয় দেশেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ প্রবেশ করলেও তার ধরনটা এমন ছিল যে তার ফলে এসব দেশের প্রধান পুঁজিবাদী শক্তি হয়ে উঠার পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তাছাড়া এসব দেশের কোনটিই সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অধীন হয়নি। এর ফলে যে টানাপড়েন ও অসংগতির সৃষ্টি হয় তার কারণেই সে দুটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ক্ষমতায় আসা সম্ভব হয়।

তবে, আমিনের মতে রাশিয়ায় যা ঘটেছিল তা সমাজতন্ত্রের নির্মাণ নয়। রাষ্ট্র উৎপাদনের উপকরণের জাতীয়করণ করলেও সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের যে ধরনের রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন ছিল সেভাবে তা ঘটেনি। এর প্রধান কারণ ছিল, শুরুর দিকে পুঁজিবাদী পশ্চিমের সমকক্ষ হওয়াকে অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত। পশ্চিমের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হওয়া এড়ানোর জন্য দ্রুত শিল্পায়ন দরকার–এমন এক বাস্তবিক প্রত্যাশা থেকেই এ

ধরনের সিদ্ধান্তের জন্ম। তবে এসব দেশ যদি সমাজতান্ত্রিক না-ই হয়, তাহলে কেন প্রভাবশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের নতুন শাসনব্যবস্থাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল? আমিনের যুক্তি অনুসারে এর কারণ ছিল বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে এই দুটি দেশের শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, যা সাম্রাজ্য শক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না।

সমকালীন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মনে করেন, বর্তমান বৈশ্বিক পুঁজিবাদ রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। আমিন তাঁদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য হল, বৈশ্বিক পুঁজিপতিদের গঠন এক রকম নয়। সমকালীন পুঁজিবাদ একটি একক ও জাতিহীন বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হচ্ছে, এমন যুক্তি প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদকে কেবল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখে, পুঁজিবাদের জন্য যে বল প্রয়োগের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়, এই সত্যটি উপেক্ষা করে। পুঁজি সঞ্চয়নের ফলে রাষ্ট্রীয় সীমানা বিলুপ্তির একটা প্রবণতা তৈরি হয় বটে, কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলোর পুঁজিপতি শ্রেণি যতদিন পর্যন্ত একত্রিত হয়ে সত্যিকার অর্থে একটা বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করতে না পারছে, ততদিন তা স্রেফ প্রবণতা হিসেবেই থেকে যাবে। এরকম কোন কিছু ঘটার কোন সম্ভাবনা দেখা আপাতত যাচ্ছে না। আমিন বরং জোর দিয়ে বলছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময় হতে আমেরিকা, ইউরোপ (বিশেষ করে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স) এবং জাপান নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সংগঠিত এক ত্রয়ী রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশ্বের ক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘকালের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য অনুযায়ী, এই ত্রয়ী রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন যে কোন রাষ্ট্রকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। কাঁচামাল রফতানিকারক হিসেবে সোভিয়েত পরবর্তী রাশিয়া এবং ক্রমবর্ধমান শিল্পশক্তি হিসেবে মাও-পরবর্তী চীন উভয়ই বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে একত্রিত হলেও ওই ত্রিরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে উভয় রাষ্ট্রই রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, যা তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যখন এই ত্রয়ী রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউরোপীয় অংশটি পূর্ব-মধ্য ইউরোপের সাবেক কমিউনিস্ট শাসিত রাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে নয়া উপনিবেশে পরিণত করছে, তখন এই ত্রয়ী রাষ্ট্রপুঞ্জ চাইছে রাশিয়া ও চীনকে মার্কিন আধিপত্যের অধীন করতে।

একজন বিশেষক এবং অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও অত্যাচার থেকে সমগ্র অঞ্চলের মুক্তি এবং এই অঞ্চলকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের জন্য একটি কৌশল সাজানো। তিনি যুক্তি দেন যে, প্রথমটি অর্জনের জন্য পরেরটির দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। প্রান্তস্থ দেশের স্বাভাবিক পুঁজিবাদী বিকাশের পথ যেহেতু রুদ্ধ, তাই সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে এমন উন্নয়নের একমাত্র পথ হল বিশ্ব পুঁজিবাদ থেকে অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বিকাশের চেষ্টা, গণতান্ত্রিকীকরণ এবং এমন একটি বিশ্বব্যবস্থার জন্য লড়াই করা, যা বিভিন্ন দেশের স্বাধীন বিকাশের পথে বাধা তৈরি করে না। গণমানুষের এক সম্মিলিত প্রগতিশীল জোটই হতে পারে এরকম গতিপথে যাত্রার একমাত্র ভিত্তি। বিভিন্ন সময়ে লেখা ছয়টি রচনা নিয়ে প্রকাশিত এই বইয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অসংগতি রয়েছে। আমিন উল্লেখ করেছেন যে, কিছু বিষয়ে তাঁর মতামত বিবর্তিত হয়েছে, যেমন সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত। এতে পরবর্তী ঘটনাবলির আলোকে নিজ বিশ্লেষণের প্রশংসনীয় সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত তৈরি হলেও কিছু ক্ষেত্রে তা আমিনের চূড়ান্ত মত সম্পর্কে পাঠককে এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, শেষ পর্যন্ত আমিন সোভিয়েত ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী মনে করেছেন, না অন্য কিছু, তা পরিষ্কার নয়। একই সাথে সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠীকে তিনি বুর্জোয়া হিসেবে দেখছেন, নাকি অন্য কিছু, তা-ও স্পষ্ট নয়। এমন ধারণার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে যে, সোভিয়েত ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ছিল না এবং এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এই ধারণার মাধ্যমে পশ্চিমা পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর চরম শত্রুতার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পশ্চিমা শক্তিগুলো বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্ছিন্নতাকেই শুধু নয়, বরং তার অ-পুঁজিবাদী (এবং আংশিকভাবে সমাজতান্ত্রিক) উৎপাদনের ধরনকেও বোধ হয় ভয় করেছে।

> আমিনের মতে রাশিয়ায় যা ঘটেছিল তা সমাজতন্ত্রের নির্মাণ নয়। রাষ্ট্র উৎপাদনের উপকরণের জাতীয়করণ করলেও সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের যে ধরনের রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন ছিল সেভাবে তা ঘটেনি। এর প্রধান কারণ ছিল, শুরুর দিকে পুঁজিবাদী পশ্চিমের সমকক্ষ হওয়াকে অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত। পশ্চিমের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হওয়া এড়ানোর জন্য দ্রুত শিল্পায়ন দরকার–এমন এক বাস্তবিক প্রত্যাশা থেকেই এ ধরনের সিদ্ধান্তের জন্ম।

পুতিন শাসন নিয়ে আমিনের দৃষ্টিভঙ্গি জটিল। তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবেই দেখিয়েছেন যে শিকারি পুঁজিপতিদের গোষ্ঠীতন্ত্রই এই শাসনের ভিত্তি, যে কারণে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক নয়া উদারনৈতিক নীতিগুলো চলমান থাকছে। তার পরও তিনি মনে করেন, পুতিন বর্তমান ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে প্রগতিশীল ধাঁচের স্বাধীন বিকাশের রাস্তা ধরতে পারতেন। রাশিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী ত্রয়ী রাষ্ট্রপুঞ্জের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে পুতিন কোন কোন বিশ্ব রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করলেও এই সমালোচকের কাছে মনে হয় না যে পুতিন এ ধরনের অলিগার্কি বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যাবেন, যে ব্যবস্থা তাঁকে ক্ষমতায় এনেছিল। সেই ব্যবস্থাটির কল্যাণে পুতিন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছেন, যদিও তা একই সাথে রাশিয়ার জনগণকে দরিদ্র করে রাখার জন্য দায়ী বিশিল্পায়িত কাঁচামাল রফতানিনির্ভর অর্থনীতি থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

লেখক : ডেভিড এম কজ, অর্থনীতি বিভাগ, ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদক: অপরাজিতা মিত্র, শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমেইল: aporajitamitra25@gmail.com

মূল রচনা:

https://monthlzreview.org/press/science-societz-reviews-samir-amins-russia-and-the-long-transition-from-capitalism-to-socialism/